CBCS B.A BENGALI (HONS) SEM- 4 CC-8

C8T: উনিশ ও বিশ শতকের নাট্য ও কথাসাহিত্যের ইতিহাস এবং ছোটগল্প পাঠ

TOPIC- **ক.** উনিশ ও বিশ শতকের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস/ রামনারায়ণ তর্করত্ন

Debayan Chaudhuri, Assistant Professor, Dept. of Bengali

.....

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮৫৪-১৮৭৫) প্রথম নাট্যকার যিনি সমকালীন জীবন থেকে নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করে তাকে শিল্পের মর্যাদা দান করেন। পরবর্তীকালে বাংলা নাটক অতীতচারী হলেও তাঁর দেখানো পথেই কালীপ্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র অগ্রসর হয়েছিলেন। সামাজিক নাটক রচনার দিক থেকে তিনি অনেকের প্রেরণাস্থল। সার্থক নাট্যসংলাপ রচনার ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। বাংলা নাটক-লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম যশ ও অর্থ লাভ করেছিলেন। তাঁর নাটকগুলি বিষয় অনুযায়ী বিভাজন এইরকম—

(ক) সামাজিক নাটক— কুলীন কুলসর্বস্ব (১৮৫৪), নবনাটক (১৮৬৬), সম্বন্ধ-সমাধি (১৮৬৭)

(খ) অনুবাদ নাটক- বেণীসংহার (১৮৫৬), রত্নাবলী (১৮৫৮), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৬০), মালতি মাধব (১৮৬৭)

(গ) পৌরাণিক নাটক- রুক্মিণী হরণ (১৮৭১), কংসবধ (১৮৭৫), ধর্মবিজয় (১৮৭৫)

(ঘ) আখ্যায়িকা নাটক- পতিব্রতোআখ্যান (১৮৫৩), স্বপ্নধন (১৮৭৩)

(ঙ) প্রহসন—যেমন কর্ম তেমনি ফল, বুঝলে কিনা, উভয় সংকট (১৮৬৯), চক্ষুদান (১৮৬৯)

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের ভূমিকায় রামনারায়ণ তর্করত্ন কাহিনির পরিচয় তুলে ধরেছেন—

> এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিজয়ীর দোষোদ্‌ঘোষণ। পঞ্চমে, নানা রহস্য ও বিরহি পঞ্চাননের বিয়োগ-পরিবেদন। ষষ্ঠে, বিবাহ নির্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপ্রান্ত সমস্ত পাঠ

করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলীন্যপ্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।

এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা তার চার কন্যাকে বিবাহ দিতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত ঘটকের প্ররোচনায় এক বধির-কুরূপ বৃদ্ধের হাতে কন্যাদের সম্প্রদান করতে বাধ্য হন তিনি। বিয়ের পর বৃদ্ধ মারা যায়। ফলে একইসঙ্গে চারটি মেয়ে বিধবা হয়ে যায়। কুলপালকের বড় কন্যা জাহ্নবীর বয়স ৩০ আর চতুর্থ কন্যার বয়স মাত্র ৮। নাটকের অন্য একটি চরিত্র ফুলকুমারীর মাধ্যমে নাট্যকার বিবাহিতা কুলীন কন্যার দুর্ভাগ্য বর্ণনা করেছেন। সে বেদনার সঙ্গে বলেছে – "ঠানদিদি! ও থাকার চেয়ে না থাকা ভাল! না থাকলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়; এ থেকে নেই, এ কি সামান্যি দুঃখু"। 'সধবার একাদশী'-তে অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর মুখেও এরকম ক্ষোভের প্রকাশ দেখা গেছে। স্ত্রী চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাদের সংলাপ কথ্যভাষাশ্রয়ী হওয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য পুরুষ চরিত্রেরা কিছুটা একমাত্রিক। অনৃতাচার্য, অধর্মরুচি, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, বিবাহবাতুল— এই কৌতুককর নামগুলি থেকে চরিত্রের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। পরিশেষে স্মরণ করা যাক এক সমালোচকের মন্তব্য—"কুলীন-কুলসর্বস্ব রামনারায়ণের প্রধান মৌলিক রচনা, এবং তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে ইহার সমাদর সর্বাধিক হইয়াছিল। কুলীন-কুলসর্বস্ব যে পথ দেখাইয়া দিল সেই পথের অনুসরণ করিয়া অচিরে বিধবাবিবাহ-বহুবিবাহ ও গ্রাম্য-দলাদলি ইত্যাদি লইয়া অজস্র নাটক-প্রহসন রচিত ও প্রকাশিত হইয়া সাহিত্যে ভালোমন্দের স্তূপ তুলিয়াছিল।"

.....